২৩/৭/২০০১

দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ...........
পৃষ্ঠা ১/১৬ কলাম ৩

# প্রতিষ্ঠান প্রধানের মুচলেকার ভিত্তিতে তৃতীয় বিভাগধারী শিক্ষকরা বেতনের সরকারী অংশ পাইবেন

রেজানুর রহমান ॥ সদ্য এমপিওভুক্ত ১৯ শত বেসরকারী স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসার শিক্ষক-শিক্ষিকাবৃন্দ মে মাস হইতেই বেতনের সরকারী অংশ পাইবেন। তবে তৃতীয় বিভাগধারী শিক্ষকদের বেলায় সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধানকে এইমর্মে মুচলেকা দিতে হইবে যে, তালিকাভুক্ত শিক্ষকের নিযোগ রীতিশুদ্ধ ও বিধি মোতাবেক সম্পন্ন করা হইয়াছে। কাজেই তাহাকে বিধি

(১৫শ পৃষ্ঠায় ২-এর কঃ দ্রঃ)

## প্রতিষ্ঠান প্রধানের মুচলেকা

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

মোতাবেক বেতনের সরকারী অংশ প্রদান করা যায়। তবে উল্লেখিত শিক্ষক সম্পর্কে প্রদত্ত তথ্য অসত্য প্রমাণিত হইলে পরবর্তীতে তাহার এমপিও বাতিল করা যাইবে।

গতকাল বৃহস্পতিবার শিক্ষক সমিতি ফেডারেশনের নেতৃবৃন্দের সহিত এক বৈঠকে শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ডঃ আয়েশা খাতুন এই কথা বলিয়াছেন। ফেডারেশনের পক্ষে চেয়ারম্যান শেখ আমানুল্লাহ ও সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যক্ষ কাজী ফারুক আহমেদ, শিক্ষক সমিতির সভাপতি মোঃ আজিজুল ইসলাম, কলেজ শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক অধ্যক্ষ আসাদুল হক বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। বৈঠকে শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক বলেন, এপ্রিল ২০০১ পর্যন্ত এমপিওভুক্ত শিক্ষকদের সহিত নূতন এমপিওভুক্ত শিক্ষক কর্মচারিগণও বেতনের সরকারী অংশ পাইবেন। ইতিমধ্যেই সোনালী, রূপালী, জনতা ও অগ্রণী ব্যাংকে ১৪১ কোটি ৪৭ লক্ষ ৪৬ হাজার ৩৪৭ টাকার চেক প্রদান করা হইয়াছে। এপ্রিলের এমপিওতে ১০% বর্ধিত বেতনসহ ১১৯ কোটি ৫৯ লক্ষ ৩৮ হাজার ১৭০ টাকা বরাদ্দ ছিল। সম্প্রতি ১৯ হাজার নূতন শিক্ষক কর্মচারীর এমপিওভুক্তির কারণে মে-র এমপিওতে প্রায় ২২ কোটি টাকা অতিরিক্ত বরাদ্দ করা হইয়াছে। ২২শে জুলাই হইতে এই অর্থ উত্তোলন করা যাইবে। নূতন এমপিওভুক্ত শিক্ষকগণের মধ্যে প্রথম ও দ্বিতীয় বিভাগ/শ্রেণী প্রাপ্ত শিক্ষকগণ উক্ত তারিখ হইতেই ব্যাংক হইতে বেতনের টাকা উত্তোলন করিতে পারিবেন। তৃতীয় বিভাগধারী শিক্ষকদের নূতন এমপিওভুক্তির বিষয়টি শিক্ষা অধিদপ্তর ও ব্যানবেইস হইতে বাছাইশেষে ৩০শে জুলাইয়ের মধ্যে তাহাদের তালিকা পর্যায়ক্রমে ব্যাংকসমূহে প্রেরণ করা হইবে। নূতন এমপিওভুক্ত শিক্ষকগণ মে ০১ হইতে বেতনের সরকারী অংশ পাইবেন।

উল্লেখ্য, সম্প্রতি সারাদেশে ১৯ শত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে নূতন করিয়া এমপিওভুক্ত করা হইলেও তৃতীয় বিভাগধারী শিক্ষক-শিক্ষিকাদের ব্যাপারেই মূলতঃ সংকট দেখা দিয়াছে। কোন প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক নিয়োগ করিতে হইলে পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ, সিলেকশন বোর্ড গঠন, প্রয়োজনে লিখিত পরীক্ষার ব্যবস্থা করা জরুরী। নিয়ম করা হইয়াছে ২৪শে আগষ্ট ২০০০-এর পূর্বে রীতিশুদ্ধভাবে নিয়োগপ্রাপ্ত তৃতীয় বিভাগধারী শিক্ষক-শিক্ষিকা এমপিওভুক্তির সুযোগ পাইবেন। অভিযোগ উঠিয়াছে, বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ২৪শে আগষ্টের পর নিয়োগকৃত তৃতীয় বিভাগধারী শিক্ষকদেরকে ২৪শে আগষ্টের পূর্বের তারিখে নিয়োগ দেখাইয়া এমপিওভুক্তির জন্য আবেদন করা হইয়াছে। এই অভিযোগের প্রেক্ষিতে শিক্ষা অধিদপ্তর ও বেনবেইস শিক্ষক নিয়োগ সংক্রান্ত পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি যাচাই করার উদ্যোগ নিয়াছে।

পাশাপাশি কোন পরিস্থিতিতে তৃতীয় বিভাগধারী ব্যক্তি শিক্ষক হিসাবে নিয়োগ পাইয়াছেন তাহাও তলাইয়া দেখা হইতেছে। একটি সূত্র জানায়, শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে প্রার্থীর তালিকায় প্রথম অথবা দ্বিতীয় বিভাগধারী প্রার্থী থাকা সত্ত্বেও তৃতীয় বিভাগধারী শিক্ষক অথবা শিক্ষিকা যদি নিয়োগ পাইয়া থাকেন তাহা হইলে কোন পরিস্থিতিতে এই নিয়োগ দেওয়া হইয়াছে উহার সন্তোষজনক জবাব পাওয়ার পর নির্ধারিত শিক্ষকের এমপিও চূড়ান্ত করা হইবে।